CBCS B.A. POLITICAL SCIENCE HONS

SEM V CC-12 : INDIAN POLITICAL THOUGHT-I

TOPIC-II Ved Vyasa (Shantiparva): Rajadharma
ভারতীয় রাষ্ট্র চিন্তা-১ - বেদব্যাস (শান্তিপর্ব) - রাজধর্ম

Piku Das Gupta, Associate Professor, Dept. of Political Science

---

INDIAN POLITICAL THOUGHT-I - Ved Vyasa (Shantiparva): Rajadharma

ভারতীয় রাষ্ট্র চিন্তা-১ – বেদব্যাস (শান্তিপর্ব) - রাজধর্ম

বেদকে প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার অন্যতম উৎস হিসেবে গণ্য করা হয়। বেদের বিভিন্ন স্তোত্র থেকে জানা যায় যে অতীতে আজকের দিনের মত সুসংগঠিত রাজ্য বা রাজনৈতিক সংগঠন ছিলনা। ভারতের বিভিন্ন এলাকায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলে বিভক্ত ছিল এবং প্রতিটি অঞ্চলে একজন করে শাসক ছিলেন যিনি রাজা নামে পরিচিত হতেন। তার হাতে থাকতো বিপুল ক্ষমতা এবং এলাকার জনগণ তাকে শ্রদ্ধা ও ভয় দুইই করতো। রাজা বা রাজতন্ত্রের উদ্ভব সম্পর্কে বিভিন্ন বেড়ে নানা কাহিনী আছে এবং এদের মধ্যে অন্যতম হলো দেবতা ও অসুরের মধ্যে সুদীর্ঘকালের লড়াই। এবং সেই লড়াইয়ে দেবতাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠায় দেবতারা একত্রিত হয়ে স্থির করলেন যে তাদের কোন রাজা না থাকায় অসুরদের সঙ্গে সংগ্রামে তারা বিপর্যস্ত এবং এই পরিস্থিতি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য তারা রাজপদ সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত নেয়।

বেদ থেকে জানা যায় যে বেদ যেই সময় লিখিত হয়েছিল সেই সময় বা তার আগে রাজারা স্বৈরাচারী হয়ে ওঠার কোনো সুযোগ পাননি তার প্রথম কারণ হলো রাজাদের শাসন বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার জন্য ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত থাকতেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে তখনকার দিনে আইন প্রণয়নের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ছিল না। ধর্ম , রীতিনীতি, প্রথা ইত্যাদি ছিল আইন এর মুখ্য উত্স বং ব্রাহ্মণরা রাজাকে ধর্ম ও আইনের যে ব্যখ্যা দিতেন রাজা সেইমতো রাজ্য শাসন করতেন।

বৈদিক শাস্ত্র থেকে ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার বিষয় জানা যায় তা মূলত হল যে অতীতে রাজতন্ত্র ছিল। রাজা স্বৈরাচারী ছিলেন না অথবা বলা যেতে পারে যে স্বৈরাচারী হওয়ার তার সুযোগ ছিল না কারণ ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ছিল এবং ব্রাহ্মণ ও প্রভাবশালী ব্যক্তিগনের পরামর্শ ছাড়া রাজার শাসনকার্য পরিচালনা সম্ভব ছিল না। রাজতন্ত্রের পাশাপাশি একদিকে প্রজাতন্ত্র ছিল বলে আমরা বৈদিক সাহিত্য থেকে জানতে পারি।

রাজ্যের প্রশাসনের উপরে ধর্ম ও জাতপাতের সুস্পষ্ট প্রভাব পরত অর্থাৎ রাজারা ধর্ম ও ধর্মীয় বিধান কে অগ্রাহ্য করে শাসন পরিচালনা করতে পারতেন না।

প্রাচীন ভারতে ধর্মশাস্ত্র ও অন্যান্য গ্রন্থ গুলির মধ্যে মহাভারতের স্থান অত্যন্ত উচুতে। রাষ্ট্রের উৎপত্তি, রাজার কর্তব্য ও কাজ, রাজার সঙ্গে প্রজার সম্পর্ক ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে মহাভারত আলোচনা করেছে। বিশেষ করে মহাভারতের শান্তিপর্ব বিভিন্ন প্রকার রাজনৈতিক চিন্তার এক আকর। মহাভারতের শান্তিপর্ব যে সমস্ত রাজনৈতিক চিন্তা ও সূত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

মহাভারতের শান্তিপর্ব আমরা দেখি যে দেব ও অসুরদের মধ্যে কলহ লেগেই থাকতো যার ফলে সমাজের বুকে নেমে এসেছিল নৈরাজ্য। তাছাড়া সমাজের ধনী এবং দরিদ্র, ক্ষমতাবান ও ক্ষমতাহীন এই দুইয়ের মধ্যে কলহ প্রায়ই দেখা দিত এবং সেই কলহে বলহীন ও দরিদ্ররা পরাজিত হত। সেসময় শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে সরকার গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। মহাভারতের শান্তিপর্বএ উল্লেখ আছে যে জনসাধারণ চুক্তি করে পুরসমাজ স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছিল যদিও এই চুক্তি শেষ পর্যন্ত সাফল্যমন্ডিত হতে পারেনি। একজন ভালো রাজার কি কি কাজ করা উচিত তার নির্দেশ মহাভারতের শান্তিপর্ব ৯৩তম অধ্যায়ে দিয়ে গেছে যা রাজধর্ম হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে। এই কাজগুলি হল:

১। রাজা তার রাজ্যের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করে তোলার দিকে নজর দেবেন কারণ তার অন্যতম প্রধান কাজ হলো নিজ রাজ্যকে আগ্রাসন থেকে সর্বতোভাবে রক্ষা করা

২। অতীতে বিভিন্ন রাজার মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই থাকত এবং রাজার কাজ হল সাফল্যের সঙ্গে যুদ্ধ পরিচালনা করে নিজ রাজ্যকে শত্রুর হাত থেকে বাঁচানো।

৩। ধর্মশাস্ত্র বা ধর্মের মৌলিক নীতি অনুযায়ী রাজ্য শাসন করা। ধর্ম নীতি-আদর্শ ইত্যাদির ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব রাজার নিজের ছিলনা। পুরোহিত বা ব্রাহ্মণেরা যেভাবে ধর্ম বা ধর্মশাস্ত্র ব্যাখ্যা করতেন এবং এ বিষয়ে রাজাকে যা পরামর্শ দিতেন, রাজা সেগুলি মেনে চলতে বাধ্য থাকতেন। ধর্মীয় নীতি লংঘন করে রাজ্য শাসন করা রাজার পক্ষে কোন ভাবেই সম্ভব ছিলনা।

৪। রাজ্যশাসনের প্রয়োজনে নীতি সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিত এবং সে কারণে শান্তিপর্বএ বলা হয়েছে যে রাজার নীতি প্রণয়ন করবে। অবশ্যই কাজটি রাজা একা করতেন না তার অনেক পরামর্শদাতা ছিলেন যারা এ কাজে তাকে সাহায্য করতেন।

৫। প্রজাসাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ বৃদ্ধি করা অথবা সেদিকে সম্যক নজর দেওয়া রাজার আরো একটি কাজ।

অর্থাৎ মহাভারতের শান্তিপর্বএ বর্ণিত রাজার যে সমস্ত কাজের উল্লেখ করা আছে সেগুলিকে দেখলে বোঝা যায় যে আজকালকার শাসকেরা কমবেশি এই সমস্ত কাজই করে থাকে। এছাড়াও আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যে প্রজাবর্গের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি নজর দেওয়ার কাজটি আমাদের বর্তমানের কল্যাণকর রাষ্ট্রের ধারণার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। মহাভারতের শান্তিপর্ব রাজাকে কখনোই একজন স্বৈরাচারী শাসক হিসেবে দেখেনি।

***